105

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সাফ বলে দেয়া হোক— পরীক্ষা পিছাবে না

এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার কাজ শেষ হয়েছে। সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। জুলাই হতে পরীক্ষাটি শুরু হবার কথা। মাসখানেকের কিছুটা বেশি সময় মোটে বাকি। শেষ প্রস্তুতি সফল করে তোলার উপযুক্ত সময় এটা। পরীক্ষা কেমন হয়, এর পর কোথায় ভর্তি হওয়া যায় এসব নিয়ে উতলা হবারও সময় বটে।

কিন্তু সব পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতি এক রকম নয়। নয় বলেই এইচএসসি পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ পিছানোর দাবিতে যথারীতি 'আন্দোলন' শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে পর পর দু'দিন বেশ কিছু গাড়ির কাঁচ ভেঙে সরকারের 'দৃষ্টি' আকর্ষণের চেষ্টা চলেছে।

পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনের নামে রাস্তায় নেমে এসে আতংক সৃষ্টির এই কাজটি শুরু করেছে বিখ্যাত একটি কলেজের এক শ্রেণীর ছাত্র। এদের লাঠি ও রডের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত গাড়ির সামনে হতবিহ্বল ও অসহায় এক ভদ্রমহিলার ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। কিন্তু এর পরদিনও ভাঙচুর হয়েছে। 'সাড়া' দিয়েছে মহাখালিতে অবস্থিত আরেকটি মোটামুটি নামকরা কলেজের কিছু ছাত্র। তাদের আক্রমণে চীনা দূতাবাসের একটি গাড়িও চূর্ণ হয়েছে বলে জানা গেছে।

মজার ব্যাপার, যারা এভাবে গায়ের জোর দেখাচ্ছে, পরীক্ষা পিছানোর দাবির সপক্ষে তাদের কোন খোঁড়া যুক্তির কথাও জানা যাচ্ছে না। উপযুক্ত কারণ থাকলে ব্যাপক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর সমর্থন নিয়ে বোর্ডের কাছে দাবি জানানো যেতো। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা পিছানোর দাবি জানালেও 'আন্দোলনকারী'রা ঠিক বলছে না কতদিন পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে তাদের মহা উপকার হবে।

গতবার এইচএসসি পরীক্ষা সময়মতো অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। 'বিশ্বকাপ ফুটবল দেখবো' বলে কড়া আবদার জানিয়েছিলেন এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী। সরকারও পরীক্ষা পিছানোর দাবি মেনে নিলেন। কিন্তু এবার?

আমরা বলি, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না থাকলে সরকার যেন এবারের এইচএইচসি পরীক্ষা পিছানো সংক্রান্ত দাবির প্রশ্নে পরবর্তী ভাঙচুরের ঘটনা ঘটবার আগেই পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, পূর্ব নির্ধারিত তারিখ থেকেই পরীক্ষা শুরু হবে। সাফ সাফ বলে দেয়া উচিত, যাদের প্রস্তুতি ভালো নয় তারা যেন আগামীবারের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।